অনুভূতির পাতায়

মিহাদুল ইসলাম

অনুভূতির পাতায়
মিহাদুল ইসলাম

ভূমিকা

কবিতা হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির প্রকাশ। এটি কখনো ভালোবাসার সুর তোলে, কখনো বেদনার ঢেউ তুলে যায়, কখনো আবার একান্ত নিঃসঙ্গ মুহূর্তে সঙ্গী হয়ে ওঠে। কবিতা কেবল শব্দের বিন্যাস নয়; এটি আত্মার কথা, মনের কথামালা, যা কখনো আবেগময়, কখনো বাস্তবতার কঠিন সত্যের প্রতিচিত্র।

আমার এই কবিতার সংকলন জীবনের নানা রঙ, অনুভূতি, এবং অভিজ্ঞতার এক সংমিশ্রণ। এখানে প্রেম-বিরহ, স্বপ্ন-ভঙ্গ, হতাশা, আশা, সমাজের দ্বন্দ্ব এবং জীবনের গভীর দার্শনিক ভাবনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি কবিতা এক একটি গল্প, যা হয়তো আপনার অনুভূতির সঙ্গে মিলে যাবে, আপনার জীবনের কোনো অধ্যায়ের প্রতিচিত্র হয়ে উঠবে।

এই কবিতাগুলো কখনো রাতের নিস্তব্ধতায়, কখনো একাকীত্বের গভীরে, কখনো জীবনসংগ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে লেখা হয়েছে। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছন্দ আমার মনের গহীনে জমে থাকা অনুভূতির ফসল। এখানে যন্ত্রণার কান্না আছে, ভালোবাসার মাধুর্য আছে, স্বপ্ন দেখার তীব্র বাসনা আছে, আবার জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াইয়ের গল্পও আছে।

আমার বিশ্বাস, এই কবিতাগুলো শুধু আমার নয় বরং প্রতিটি পাঠকের মনের কথাই তুলে ধরবে। যদি একটি লাইনও আপনার হৃদয়ে দাগ কাটতে পারে, যদি কোনো কবিতা আপনার অনুভূতিকে স্পর্শ করতে পারে, তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে।

আমি কৃতজ্ঞ সেই সকল পাঠকের প্রতি, যারা আমার লেখার ভেতর দিয়ে নিজেদের খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবে। অনুভূতিগুলোকে শব্দের মাঝে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কবিতা শুধু লেখা নয়, এটি এক ধরণের আত্মসংযোগ, যা পাঠক এবং লেখকের হৃদয়কে এক সুতোয় গেঁথে রাখে।

এই সংকলন যদি আপনাকে কিছুটা আনন্দ, কিছুটা সান্ত্বনা, বা কিছুটা উপলব্ধি এনে দিতে পারে, তবে সেটাই হবে আমার পরম পাওয়া।

সূচিপত্র

কবিতাসূচি	পৃষ্ঠা

স্রষ্টা

আকাশ-জমিন, চাঁদ-নক্ষত্র, সবই খোদার সৃষ্টি,
তাঁর হুকুমেই উঠে সূর্য, নামে রাতের বৃষ্টি।
পাখির ডাকে ভোরের সুর, সাগরে ঢেউ খেলে,
সবইতো হয় তাঁর ইশারায়, কিছুই কি থেমে চলে?

ভগবান যাকে ডাকো তুমি, ইশ্বর নামে যাঁকে চেনো।
তাঁর দয়াতে বৃষ্টি নামে, রিজিকও দেন তিনি,
তবে তাহার প্রবঞ্চনায় প্রশ্ন এতো কেন?
নদীর স্রোতে, বাতাসে, ফুলের সুবাস মেশে,
তাঁর প্রেমেতে গড়ে ওঠে, ধরণীর পরশ দেশে।

আল্লাহর নামেই জাগে প্রাণ, হাসি শিশুর মুখে,
তাঁর রহমতে আলো ঝরে, আঁধার ভাসে সুখে।
বাতাস বলে, নদী গায়, গাছেরা দেয় ছায়া,
তাঁর দয়ারই পরশ লেগে ছরায় ফুলের মায়া।

পাহাড়-পর্বত স্থির থাকে, তাঁহার হুকুম মানে,
মেঘ গর্জে বৃষ্টি ঝরে আনে।
রাতের তারা পথ দেখায়, চাঁদ দেয় নরম আলো,
তাঁর কৃপাতে জীবন হাসে, কাটে দুখও ভালো।

তাঁর রহমতে মাটির বুকে জন্ম নেয় যে প্রাণ,
তাঁর ডাকেই একদিন সব, হবে ধূলির দান।

আল্লাহ দেন রুটি-রুজি, তবুও কেন ভয়?
তাঁর রহমত ছড়িয়ে আছে, সবার জন্য জয়।
দুঃখ-শোকে, আঁধার রাতে, তাঁকে করো স্মরণ,
তিনিই তোমার সহায় হবে, আশার এক প্রদীপ জ্বালাও -- কর তাকে বরণ।
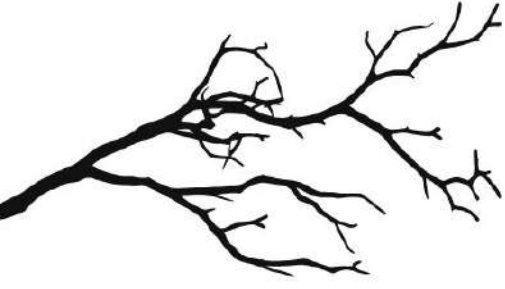
পৃথিবী ফানুসের মতো, ক্ষণিকের এই জীবন,
তাঁর পথে চলতে পারলে, পাবে জান্নাতের মনন।
তাঁকে খুঁজে নিও হৃদয়ে, রবে না আর ভয়,
তাঁর দয়াতে পূর্ণ হবে, এই মানবের ক্ষয়।

মানুষ যাকে ভুলে যায়, সুখের মোহে মাতে,
সেই খোদাই সঙ্গী থাকে, সকল দুঃখরাতে।
সিন্ধুর তীরে, মরুর বুকে, আছে তাঁরই দয়া,
তিনি ছাড়া কোথায় পাবো শান্তির অমৃত মায়া?

ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, সবাই তাঁর বান্দা,
তিনি যদি সম্মান দেন, তাহাই হয় মহিমান্বিত চাঁদা।
মাটির মানুষ, মাটিতেই যাবো, ভুলে যাই এ কথা,
তাঁকে সদা স্মরণ করিলে কাঁটিবে সকল ব্যথা।

তাঁর নামেই আলো আসে, অন্ধকারের শেষে,
তাঁর ইশারাতেই জীবন গড়ে, পৃথিবীর এই দেশে।
তাঁর পথে যে হাঁটে সদা, সে পাবে শান্তি অশেষ,
ইশ্বর, আল্লাহ, ভগবান—তিনিই এক, অনির্বচনীয় রেশ।

নিসর্গ দৃষ্টি

কেউ দেখে প্রকৃতিতে স্বর্গের স্নিগ্ধ ছোঁয়া,
কেউবা ভাবে, "এ শুধু সম্পদের কুয়া।"
সবুজ পাতায় কেউ আঁকে স্বপ্নের রঙ,
আর কেউ কাটে গাছ, পূরণে লোভের ঢঙ।

নদীর স্রোতে কেউ খুঁজে শান্তির সুর,
আবার কেউ বিষ মিশিয়ে বানায় বিষাদ-পুর।

আকাশের নীলে কেউ দেখে বিশালতার গান,
আর কেউ লোভে মাটিকে করে আপন বান।
পাখির কূজনে কেউ পায় ভালোবাসার ছোঁয়া,
কেউ খাঁচায় বন্দী করে তাদের দেয় ডানা ভাঙা ব্যথা।

সূর্যের আলোকে কেউ ভাবে নবজীবনের ডাক,
আবার কেউ পুড়িয়ে ফেলে বন, গড়ে ইট-পাথরের ফাঁক।
গোলাপের ঘ্রাণে কেউ খোঁজে ভালোবাসার বর্ণ,
আবার কেউ লোভের বসে পাথর বানায় স্বর্ণ।

তবু প্রকৃতি চুপ, সয়ে যায় সব যন্ত্রণা,
আদরে জড়িয়ে দেয় তার নিঃস্বার্থ প্রাণ।
গাছ কাটলেও ছায়া দেয়, পুড়লেও বৃষ্টি ঝরায়,
মানুষের নিষ্ঠুরতায়কেও সে অবিরাম ভালোবাসায় ভরায়।

যদি মানুষ শিখে তার এই অমূল্য মায়া,
তবে পৃথিবী হবে শান্তি আর আশার ছায়া।
লোভের দৃষ্টি সরিয়ে দেখুক ভালোবাসা,
প্রকৃতির সুরে জাগুক নতুন উচ্ছ্বাসা।

বিদায় কবর

আজ মাটির টানে এলাম ফিরে,
জীবনের পথে ক্লান্তি ঘিরে।

বহুক্ষণ বসিলাম,
প্রকৃতির এক শান্ত রূপ দেখিলাম।
শায়িত বহু লোক মাটির কাদায়।
তো আজকের মতো নেওয়া যাক বিদায়।
আবার আসিব কবর তোমার দেশে,
হয়তো মানুষ কিংবা মৃত লাশের বেশে।

এই মানুষটির একটি আবদার,
রাখিয়ো দিও জমা।
লাশ হইয়া আসিলে,
করিয়া দিও ক্ষমা।
আবার আসিব কবর তোমার দেশে,
হয়তো মানুষ কিংবা মৃত লাশের বেশে।

তোমার মাটির মাঝে করিয়ো নিও আপন,
যখন এই দেহ হইবে দাফন।
হে মোর খোদা, তুমি তো মহান,
করিয়া দিও ক্ষমা, যখন ছাড়িয়া যাইব জাহান।
হিসাবের খাতায় লিখিও দিও,
আমার সকল পাপ মাফ করিও।
আবার আসিব কবর তোমার দেশে,
হয়তো মানুষ কিংবা মৃত লাশের বেশে।

কত স্বপ্ন ছিল এ মনে,
সবই রবে স্মৃতির কোণে।
যে হাত একদিন গড়েছিল ঘর,
আজ সে হাত হবে শূন্য প্রান্তর।

শৈশবের স্মৃতি পড়ে রবে,
কেউ কি তবু মনে করবে?
প্রিয়জন কাঁদিবে কিছুক্ষণ,
তারপর ভুলে রবে আজীবন।

গভীর রাতে শুনিবে কি কেউ,
আমার নিঃশব্দ আকুতি ঢেউ?
পৃথিবী চলিবে আপন নিয়মে,
আমি হারিয়ে যাবো নিস্তব্ধ ঘুমে।
আবার আসিব কবর তোমার দেশে,
হয়তো মানুষ কিংবা মৃত লাশের বেশে।

কাফনের কাপড় জড়াবো গায়ে,
প্রাণহীন দেহ পড়িবে মাটির ছায়ে।
বন্ধু, স্বজন কাঁদিবে বুকে,
তারপর সবাই চলিবে সুখে।

করিয়া দিও ক্ষমা, যদি হইয়া যায় ভুল,
হে খোদা মোর দোয়া করিও কবুল।
জগতের কোলে ভুলিয়া যাই কুল,
বিচারের দিনে মোরে ভুলিওনা রাসুল।
— আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর।

শেষ চিঠি

তোমার হাতে লেখা শেষ চিঠিখানি,
বুকে লুকিয়ে রাখি গভীর বেদনায়,
শব্দগুলো যেন ঝরা ফুলের বাণী,
হারিয়ে গেছে সব, সময়ের ধারায়।

কালো কালি মেখে ব্যথা লিখেছো,
ভাঙা স্বপ্নেরা কাঁদে পাতার কোণে,
শুধু বিদায় বলে দূরে সরে গেছো,
চোখের জল ছিল না কোন স্তব্ধ বর্ণে।

তবু অক্ষরগুলো স্পর্শ করলে,
মনের গোপন ঘর দগ্ধ হয়,
তোমার স্মৃতির আঁচে পুড়তে পুড়তে,
শুধু ভাবি—এ কি সত্যি, শেষ পরিচয়?

তুমি কি জানো? আমি এখনো তোমার অপেক্ষায় থাকি,
চিঠির শব্দে খুঁজি তোমার ছায়া,
যেখানে ছিলে তুমি, সেখানেই বাকি,
খুঁজিতেছি শুধু সেই ভালোবাসার মায়া।

তোমার আঙুলের ছোঁয়া শুকিয়ে গেছে,
তবু গন্ধ লেগে, হৃদয়ে রয়,
শব্দের ফাঁকে স্মৃতিরা বাসা বেঁধেছে,
এ গল্প, শেষ হবার নয়।

হয়তো বাতাসে উড়ে যাবে কাগজ,
হয়তো রোদে রং হবে ধূসর,
তবু এই চিঠি রবে হৃদয়ের মাঝে,
যেন সে তোমার এক নীরব প্রতিচ্ছবি অমর।

বন্দি পাখি

অন্ধকার গুহায় একলা আমি,
শিকল পরা ডানা দুই।
আকাশ দেখে ব্যথা বাড়ে,
উড়ার আশায় হঠাৎ যেন, স্তব্ধ হয়ে রই।

সূর্য ওঠে, আলো আসে,
তবু ঘরে আঁধার রয়।
বাতাস ছোঁয় না গায় আমার,
বন্দী প্রাণ কি মুক্ত হয়?

জোছনা হাসে রাতের আকাশে,
তারার চোখে স্বপ্ন ঝরে।
আমার জীবন শিকলে বাঁধা,
ব্যথার সুরে হৃদয় ভরে।

সন্ধ্যা নামে, রাতের কোলে,
নিভে যায় সব আশার আলো।
চুপটি করে থাকি একা,
দুঃখ গুলো মনের মাঝে সব গোপন করে রাখা।

মানব-বাঁধা খাঁচার মাঝে,
সত্য বলে কিছু নাই।
ভুলের ছলে, লোভের ফাঁদে,
সপ্ন গুলো মরে যায়।

হঠাৎ দূরে ডানা মেলে,
একটি পাখি উড়ে যায়।
ডাকি তারে সঙ্গে নিয়ে অশ্রুভরা আঁখি—
"আমাক তোমার সাথে নিয়ে যাও, হে উড়ন্ত পাখি!"

অন্ধকার

অন্ধকারে ঢাকা এই সমাজখানা,
মিথ্যে হাসির ছায়ায় বাঁধা মানা।
আলোয় জ্বলে কাঁচের শহর,
ভিতরে পচা, দগ্ধ অন্তর।

নীতির নাম চলে প্রতারণা,
সত্যের কণ্ঠে নেমে যায় যন্ত্রণা।
স্বপ্নগুলো বন্দী, ভাঙা খাঁচায়,
ক্ষমতার লোভে শুধু মারিয়া যায়,
কে বাঁচে আর কে বাঁচায়?

অন্যায়ের কাঁধে দাঁড়িয়ে রাজা,
সততার পথে গর্জে বাজা।
ন্যায়ের গান এখানে নিঃশব্দ,
ক্ষমতার সামনে সবকিছুই স্তব্ধ।

তবু কিছু মন খোঁজে নিভৃত,
অন্ধকার কক্ষেই শান্তির নৃত্য।
আলোয় পোড়ে যাদের হৃদয়,
তাদের জন্যেই আঁধার প্রিয়।

মাঝে মাঝে দমন করতে শয়তান,
নিজেকেও হতে হয় রাক্ষস মহান।
অন্যায়ের ত্রাস ছিঁড়তে যদি চাও,
কখনো কখনো দানব হয়ে যাও।

এই সমাজ, এই খেলা, এই নিয়ম,
ভাঙতে গেলে কাঁদে প্রিয়তম!
তবুও রাত শেষে ভোর আসে,
সত্যের আলো জ্বলে উচ্ছ্বাসে।

প্রহসন

নাট্যমঞ্চে চলছে খেলা,
মুখোশ পরে লোকের মেলা।
সত্য বললে কেহ না সাথে,
মিথ্যের বাঁশি বাজে হাতে।

আলোয় মোড়া আঁধার গহীন,
ভিতরটাযে দগ্ধ মলিন।
ন্যায়ের সুরে ঝরে বিষ,
শাসকের হাসি নিঃশ্বাসহীন।

চেয়ার বদল, মুখোশ পাল্টায়,
তবু খেলা একই ঘটায়।
শপথ কেবল শব্দের খেলা,
প্রাণের মূল্যে বিক্রি বেলা।

দুর্নীতির সুরে বাজে সঙ্গীত,
সত্যের কণ্ঠে নীরব গীত।
মানুষ আছে, মন নেই তবু,
আলোক রথে আঁধার প্রভু।

ন্যায়ের চোখে পট্টি বাঁধা,
মিথ্যে গড়ে নীতি গাঁথা।
দাগ ধরা সব চরিত্রগণ,
জীবন আসলে এক প্রহসন।

বিকেল বেলা

বিকেল আসে রঙিন সাজে,
আকাশ জুড়ে আলো বাজে।
সূর্য হাসে লালিমা মেখে,
নদীর ঢেউ নাচে বেঁকে।

মাঠের কোণে শিশুরা ছুটে,
হাসির রোল ওঠে ফুটে।
লাটিম ঘোরে, উড়ে ঘুড়ি,
হাওয়ার সাথে দোল খায় চুড়ি।

হঠাৎ নামে বৃষ্টি হাল্কা,
শীতল হাওয়া দেয় যে তালকা।
চায়ের কাপে ধোঁয়া ভাসে,
বৃষ্টির সুর মনে আসে।

ধানের খেতে বাতাস দোলে,
সবুজ পাতায় ছন্দ তোলে।
গাছে গাছে ঝিলমিল আলো,
বিকেল রঙে ভাসে ভালো।

গোধূলির আলো নেমে আসে,
মেঘের ছায়া মিশে আকাশে।
বিকেল বেলার রঙিন খেলা,
মনে রেখে যায় প্রেমের মেলা।

গোধূলির আলো নেমে আসে,
মেঘের ছায়া মিশে আকাশে।
বিকেল বেলার রঙিন খেলা,
মনে গেথে যায় প্রেমের মেলা।

চায়ের কাপে হাসি ঝরে,
বিকেলের স্মৃতি মনে করে।
পৃথিবী থেমে যায় কিছু সময়,
বিকেল বেলা! তুমি কী অসীম সৌন্দর্যয়।

মৃত্যু

মৃত্যু এলো চুপটি করে,
ঘুম পাড়াবে আপন ঘরে।
নিশ্বাস থামে, আঁধার নামে,
শেষ গান গায় বাতাস ধীরে।

জীবন যেন নদীর ধার,
কোথায় থামবে, জানা কার।
কোন সে মোড়ে, কোন সে তীরে,
হারিয়ে যাবে অজানায় ঘিরে।

আলো মরে, প্রদীপ ঝরে,
সময় হাসে নিঃশব্দ সুরে।
দুঃখ, সুখের হিসাব চুকে,
রাখে না কেউ স্মৃতির বুকে।

চোখের জলে ভুলে সবাই,
মাটিই হবে জীবনের ঠাঁই।
ধুলো হয়ে উড়বে একদিন,
ফিরবে না আর কভু এই দিন।

শুধু রবে কিছু স্মৃতিপট,
চোখে ভাসবে শূন্য রথ।
ধূপের গন্ধ, কাঁদে বাতাস,
শেষ বিদায়ের নিঃশব্দ পাশ।

ফিরবে না আর সেই ডাক,
নিভে গেছে জীবনের পাক।
ক্ষণিক সুখে ভাসলো প্রাণ,
শেষে সবই শূন্য জ্ঞান।

তবু কেন এত লড়াই?
রেখে যাব সবই, নেওয়ার কিছুই নাই।
বৃথা মোহ, বৃথা আশা,
শেষ ঠিকানা শুধু দুহাত বাসা।

পরকাল

এখানেই সব শেষ নয়,
আছে সামনে নতুন ভয়।
দুনিয়া ছেড়ে পারের দেশে,
কী যে হবে, কে তা বলে?

হিসাব হবে কর্ম যত,
নাইরে কোথাও মিথ্যার পথ।
ভালো করলে শান্তি পাবে,
পাপের বোঝা জ্বালায় রবে।

সোনার প্রাসাদ, নরম ধারা,
স্বর্গের ফুল সুবাস ভরা।
নদী বয়ে মধুর ঝরনা,
সুখের দেশে নেই দুখ, নেই যে কোনো কান্না।

অন্য পাশে আগুন জ্বলে,
পাপীর ত্বক পুড়ে চলে।
তৃষ্ণায় পায় আগুন পানি,
চিৎকার করে কে তা জানি?

এ জীবন এক পথের ধাপ,
শেষে হবে হিসাব চাপ।
সত্য পথে থাকলে জয়,
মিথ্যা হলে নষ্ট হয়।

এই দুনিয়ার ধন সম্পদ,
থকিবে না কিছুই মাটির গর্তে।
কাজের হিসাব দিতে হবে,
সেদিন তুমি একা রবে।

এই জীবনে ভালো কর,
তবেই পাবি নূরের ঘর।

আত্মপ্রেম

আত্মপ্রেমে সুর যে বাজে,
নিজের হৃদয়ে সুখ যে সাজে।
বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়,
নিজের মাঝে শান্তি হয়।

নিজের দিকে তাকাও তুমি,
ভালোবাসো নিজের প্রাণখানি।
আত্মবিশ্বাসে গড়ো পথ,
চললে সাফল্য মিলবে সব।

অন্যের দুখে নয় দুখ,
নিজেকে ভালোবাসাই মধুর সুখ।
নিজের কাছে থাকো সৎ,
পথে থাকবে জয়, মিলবে বহু রথ।

আত্মপ্রেমে থাকো শক্ত,
হৃদয়ের আঁধারে নয়, হও আলো-ভক্ত।
যত ভালোবাসো নিজকে,
তত শান্তিতে কাটাবে এই দিনকে।

নিজের জন্য স্বপ্ন দেখো,
তারার মাঝে ছন্দ লিখো।
আত্মপ্রেমের মধুর বৃষ্টি,
জীবন হবে পূর্ণ সুখের দৃষ্টি।

সময়

সময় চলে যায়, থামে না এক দিন,
ভাঙে সব স্বপ্ন, রেখে যায় ঋণ।

ভোরের রোদ হাসে, সন্ধ্যা দেয় ছায়া,
সময় চলে যায়, ফেলে যায় মায়া।

শৈশবের খেলায় স্মৃতিতে ভাসে ঢেউ,
বিরহের গানে স্বপ্ন থাকে কেউ?
রঙিন সে দিনগুলো হারালো কবে,
ফিরবে না কোনো দিন, কাঁদিস না তবে।

বার্ধক্য এলে বাজে ব্যথার সুর,
সময়ের কণ্ঠে জীবন রঙিন নূর।
নদীর মত গড়ায় কালের এই ঢল,
পিছিয়ে পরলে তুই হারাবি সব ছল।

পথিক রে! সময় ফেরে না আর,
শুনিবেনা সে ডাকিস যতবার।
সময় থাকিতে স্বপ্ন গড়ে নে,
নাহলে কাঁদবি একা, জীবনের গহীনে।

শিক্ষা

শিক্ষার আলো সবার তরে,
কেনো তা হয় পথের ধারে?
বইয়ের বোঝা মাথায় চাপে,
জ্ঞান কি মেলে কেবল কাগজের মাপে?

শিখছি শুধু মুখস্থ বুলি,
ভাবতে গেলে মারে গুলি।
শিক্ষক দেয় কড়া শাসন,
প্রশ্ন করলে কঠিন ভাষণ।

ক্লাসের ভেতর স্বপ্ন মরে,
পরীক্ষার ভয়ে মন যে ঝরে।
ডিগ্রির পিছনে ছুটছে জাতি,
বুদ্ধির চেয়ে নম্বর খাঁটি।

ঘুষে ভরা সার্টিফিকেট,
জ্ঞান না থাকলে কে দেয় রেসপেক্ট?
চাকরি পেতে টাকা লাগে,
যোগ্যতা নয়, ভাগ্য জাগে।

এই যে শিক্ষা, এই যে দুঃখ,
বদলাতে চাও? চাও কি সুখ!
চাই যে শিক্ষা মুক্ত প্রাণে,
দেশ গড়বে জ্ঞানের টানে!
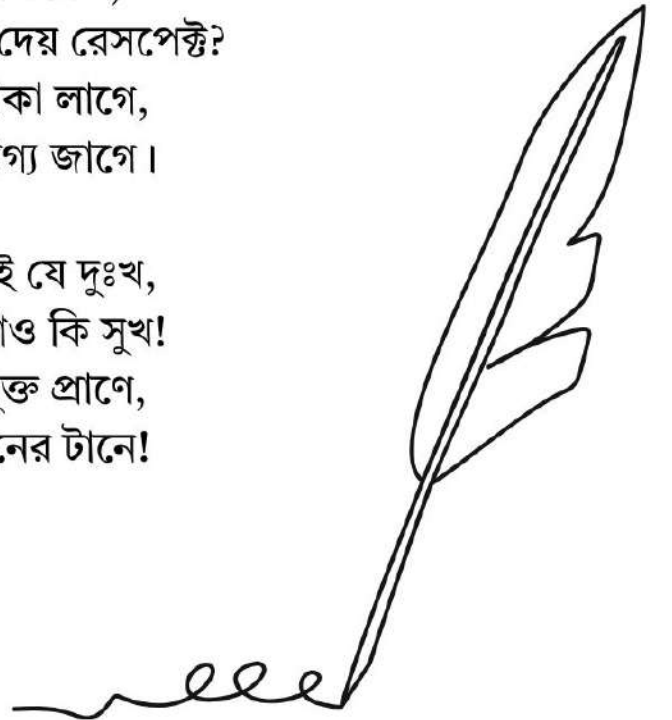
রাত

রাতের বুকে আঁধারের হাহাকার,
সামনে দিন, পেছনে ছায়া দেখায় পরিস্কার।
একজন ঘুমায় পথে, নিঃশব্দ, নিরবে,
আরেকজন কাঁদে একাকী, চুপিসারে।

রাতের মিষ্টি বাতাসে প্রেমের গীতি,
কারো হৃদয়ে আনন্দ, কারো মনে দুঃখবাতি।
প্রেমের ছোঁয়ায় হাসে কেউ, যেন রাতের আকাশের ছাঁয়া,
কেউ না খেয়ে, মরে যায়, হারিয়ে যায় ভালোবাসার মায়া।

রাতে অন্ধকারের ভেতর সবার গল্প,
কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ জাগে অল্প।
রাতের গভীরে ঘুমেরও একটা রূপ,
কিন্তু জীবন চলে, কেউ অপেক্ষায়, কেউ বিভ্রান্ত, কেউ চুপ।

রাতে কেটে যায় স্বপ্নের ঘোরে,
কিছু হারায়, কিছু পায়, কিছু থেকে যায় দুরে।
চাঁদের আলোতে ছায়ার খেলা,
কেউ বাঁচে, কেউ মরে, সবই ঈশ্বরের লিলা।

সেই রাতে কেউ খোঁজে নিজের জীবন গীতি,
অন্ধকারে হারানো সুরে ভরে যায় রাত্রির স্মৃতি।
রাতের গল্প শেষ হবে আছে সবার জানা,
কেউ জেগে থাকে, কেউ চলে চুপিসারে, অন্ধকারের মাঝে কত চিহ্ন অজানা।

তুমি আসবে, জানি একদিন,
হৃদয়ে বাজবে গীত প্রেমের সেদিন।

অপেক্ষায় ডুবে আছে সেই কবি,
চোখে নিয়ে তোমার স্বপ্নের ছবি।

চুলের আঁচলে যেন সোনালি রাত,
চোখে তোমার দৃষ্টি, তোমার ভালোবাসার হাত।

হাতে তোমার চুরি ঝিলমিল করে,
মনে প্রেমের জাদু ছড়িয়ে চলে।

তুমি আসবে, হয়তো কোনো একদিন ,
প্রেমের শূন্যতা যেন পূর্ণ হবে সেদিন।

তোমার হাসিতে হারিয়ে যাবো জানি,
এ জীবন, এ পথ, তোমার হাতের ছায়ায় খুঁজবো আমি।

তুমি এলে, বাজবে বাণী, হৃদয়ের গান,
ভালোবাসার ছন্দে, হবে এক নতুন প্রাণ।

প্রেমের পথের আলো হয়ো তুমি,
হাত ধরে চিরকাল সাথে থেকো, যেভাবে দেহ আটকে রাখে ভূমি।
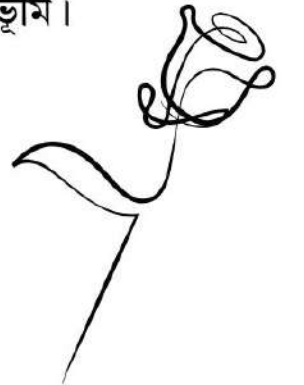
রাত্রির স্বপ্ন

স্বপ্নের দেশে ছিলাম একদিন,
চাঁদের আলোয় ছিল রাতটি রঙিন।
সে ছিল এক নরম বাতাসের গান,
চোখে তাহার জ্বলত প্রেমের সন্ধান।

তারা ভরা রাতে হাতটা তাহার ধরি,
স্বপ্নের বনে হেঁটে যাই, আবার কখনো উড়ন্ত ঘোড়ায় চড়ি।
তার চোখে ছিল অজানা এক ভাষা,
বুকে যেন বাজে সুরের হাজার আশা।

হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করিলাম,
"আবার দেখা কবে?"
আলো ঝরে, হেসে বলে সে,
"স্বপ্নে থাকি, ঘুমে আসিবে যবে।"

জেগে উঠি, দেখি নেই আর কেহ,
শুধু রয়ে গেল স্বপ্ন আর এই দেহ।
কিছু স্বপ্ন ফেলে যায় দাগ,
নেই সে পথ, নেই কোনো ভাগ।

স্বপ্ন দেখি ঘুমের রাতে,
ভাঙলে বুঝি হারাই পথে।
স্বপ্ন তো শুধু চোখের দেখা,
পূর্ণ করতে হবে একা।

রাত্রি বয়ে যায়, আসে ভোরের ডাক,
জেগে দেখি স্বপ্ন, রয়ে যাই তাক।

মধ্যবিত্ত জীবন

মধ্যবিত্ত জীবন, সাধারন পথচলা,
স্বপ্নের মাঝে, এক সুন্দর নাট্য কলা।
রোজকার সংগ্রাম, বুকের মধ্যে দুখ,
তবুও হাসি, যেন কোনো না কোনো সুখ।

রুটি-রুজির তাড়া, দিন-রাত কর্ম,
শত কষ্টের মাঝেও্মুখে হাসির মর্ম।
শখ-পছন্দে কমতি, তবুও আশায়,
মাঝে মাঝে হাসি, বহু নিরাশায়।

প্রেম আর বন্ধুত্ব, সবই সহ্য হয়,
মধ্যবিত্ত জীবনে কখন যেন ভয়।
পকেট টান, মন চায় একটু বেশী,
তবুও সুখে থাকার জন্য বেছে নেই হাসি।

মধ্যবিত্ত জীবন, সীমাবদ্ধ আকাশ,
বহু স্বপ্নের মাঝে জীবনটা একটু উদাস।

নাট্যমঞ্চ

দুনিয়া এক নাট্যমঞ্চ, জীবন নাটক খেলা,
সবার হাতে চরিত্র লেখা, অভিনয়ের মেলা।
হাসি-কান্নার দৃশ্যপট, দিনরাতের ঢং,
আলো-অন্ধকারে গড়ে ওঠা এ জীবনের রং।

কে যে রাজা, কে যে ফকির, লিপিতে সব চিহ্নিত,
যে যার মতো সংলাপ বলে, সময় শেষে নিষ্কৃত।
কেউবা হাসে, কেউবা কাঁদে, কেউ বোঝে না কিছু,
মঞ্চের শেষে পর্দা নামে,কেউ আসে না পিছু।

সত্য মিথ্যা, প্রেম ছলনা, অভিনয়ের দল,
বাঁচার মাঝে অভিনয়, তবু চোখে জল।
এই মঞ্চে সবাই অতিথি, স্থায়ী কেহ নয়,
শেষ দৃশ্যের আহ্বানে, থেমে কি কেউ রয় ?

~ নাট্যমঞ্চ, জীবন খেলা, যাত্রা একদিন শেষ,
মঞ্চের আলো নিভে গেলে, অদৃশ্য হয় দেশ।

সুখের গান

সুখের গান গাইতে চেয়ে, পেলাম দুখের সুর,
আকাশ বলে, হাসবি নাকি? মেঘে আঁকা নূর।

নদীর ঢেউ মিষ্টি সুরে, গানের তাল মিল,
মনটা যেন খুঁজে ফেরে, সোনার সুখের ঝিল।

রোদের আলো ছুঁয়ে যখন, জাগে সোনার দিন,
হৃদয় বলে, “থামিস নারে, বাজা সুখের বিন!”

কোকিল ডাকে মিষ্টি সুরে, বসন্তেরই টান,
শিশির ভেজা ঘাসের বুকে, জাগে সুখের গান।

জোছনার ওই নরম চাদরে, মাখা স্নিগ্ধ ছোঁয়া,
মায়ার বাঁধন খুলে দিলে, সুখের পথটা ধোঁয়া।

সুখ যে থাকে ছোট্ট স্মৃতির মধুর কাব্য ছোঁয়ায়,
ভালোবাসায় সুখ রাঙায়, হাসির কোমল মায়ায়।

তাই তো গাই, হৃদয় জুড়ে, সুখের মধুর গান,
দুঃখ যতো আসুক কাছে, মিলবে অবসান।

আমি পথিক, পথের সাথী, স্বপ্ন আমার বাঁধন,
দিগন্ত জোড়া ডাকে আমায়, সাথে নতুন বাহন।

রোদে জ্বলা ধুলোমাখা, পথে আমার চলা,
ঝড়ের মাঝে শুনি আমি, আশা-ভরা কথা।

নদীর তীরে, পাহাড় চূড়ায়, জগতের নানান ভান,
সুখে দুঃখে মিলাই গিয়ে, গাই জীবনের গান।

তারার আলো পথ দেখায়, আঁধার রাতের বুকে,
আমি তবু থামি না তো, চলি দিগন্ত মুখে।

জীবন মেলা, পথের খেলা, স্বপ্ন আমার সাথী,
আমি পথিক, চলতে জানি, গড়তে নূতন বাতি।

পথে বহু কাঁটা বিছানো, পা যে তবু চলে,
স্বপ্নগুলো রাঙায় আমায়, দুই নয়নের জলে।

ভোরের শিশির, স্নিগ্ধ বাতাস, গায় নতুন গান,
পথের মাঝে পাই যে খুঁজি, শান্তির ঠিকান।

আকাশ যত ডাকে আমায়, ততই চলি দূর,
পথের মাঝে খুঁজি আমি, অনন্তেরই সুর।

সাজাই মনকে সাহস দিয়ে, বানাই নতুন সুর,
আমি পথিক, স্বপ্ন আমার,গন্তব্য বহু দূর।

আশার আলো

অন্ধকারে থেমো না তুমি, আশা এখনও জাগে,
দূর গগনে সূর্য উঠবে, স্বপ্ন আবার গাবে।

তুফান যত আসুক কাছে, ভয় যে পাবো না,
আশার আলো হৃদয় জুড়ে, বলবে "হেরে যাস না!"

নদীর ধারা থেমে গেলে, সাগর কি শুকায়?
আশার আলো পাশে থাকলে, দুঃখও তো ঝরায়।

রাতের শেষে ভোর যে আসে, আঁধার কি থাকে?
তেমনি আশা গড়ে তোলে, স্বপ্ন শত রাঁখে।

ভাঙা মনের চিলেকোঠায়, জ্বেলে দিও প্রদীপ,
দুঃখ যত কাটবে একদিন, গড়বে আলোর দীপ।

বৃষ্টি শেষে রংধনু যে হাসে নীল গগনে,
তেমনি আশা হাসায় আমায়, রাখে সুখের কোণে।

ঝড়ের পরে বৃষ্টি থামে, আসে রোদের হাসি,
তেমনি আশা ছুঁয়ে দিলে, ভুলবে ব্যথার বাঁশি।

শুকনো ডালে পাতা গজায়, ফোটে মধুর ফুল,
তেমনি জীবন নতুন হবে, কাটবে আঁধার কূল।

দুঃখ যত আসুক তবু, হারাবো না আশা,
আলোর পথে চলবো আমি, স্বপ্ন হবে ভাষা।

বৃষ্টির সেই দিন

বৃষ্টি নামে টুপটাপ, ছোঁয়ায় নরম সুর,
তুমি পাশে, হাতটা ধরা, স্বপ্ন মাখা হুর।

আকাশ ভেঙে ঝরছে জল, ভিজছে এই ভূমি,
তোমার চোখে রইল ঠাঁই, হারিয়ে যাই আমি।

শীতল বাতাস ছুঁয়ে যায়, কাঁপে হৃদয় দু'টি,
নীরব পথে ছড়ায় সুর, ভালোবাসার গুঁটি।

জলভেজা চুলের ঘ্রাণে, হারাই এক নিমেষে,
তুমি বললে, " যাবে নাকি ? ওই আকাশের দেশে !"

বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যাতে, কফির কাপে বেশ,
তোমার চোখে আকাশ দেখি, সুখের রঙিন দেশ।

ফোঁটা ফোঁটা কাচের গায়ে, আঁকা নকশা নূতন,
স্মৃতির পাতায় লিখে রাখি, ভালোবাসার বুনন।

ওই বৃষ্টি আজও নামে, পথের পাশেই তুমি,
সেদিন যেন ছিলাম শুধু, প্রেমের দুটি ভূমি।

সেই দিনগুলোর নরম ছোঁয়া, বাজে হৃদয়জুড়ে,
বৃষ্টির গান আজও গাই, কোনো এক নদীর তীরে।

জন্মদিন

আকাশ আজ হাসছে হেসে, রঙিন আলো ছড়ায়,
খুশির সুর বাজে গেয়ে, হৃদয় খুশির গীত গায়।

ফুলের গন্ধ, বাতাস নরম, ছুঁয়ে দিলো প্রাণ,
আজকে তুমি এলে ভেসে, আলো ঝরা গান।

বন্ধু, সজন, ভালোবাসা, ঘিরে রাখে যাকে,
তোমার জন্য হৃদয় মেলে, ভালোবাসার ড্াকে।
কেকের ওপর জ্বলছে আলো, কাটা দাও তো আজ,
শুভ দিনটি স্মরণ রাখি, ভালোবাসার সাজ।

তোমার জীবন হোক রঙিন, স্বপ্ন থাকুক পাশে,
সুখের আলো ফুটে থাকুক, হৃদয় জুড়ে হাসে।
হাজার তারা জ্বলে উঠুক,আকাশ রাঙিয়ে দিও,
শুভ জন্মদিন তোমায় প্রিয়।

ঈদের চাঁদ

সন্ধ্যা নামে আকাশ জুড়ে, জ্বলে নরম আলো,
ঈদের চাঁদ উঠল দেখে, মনের বাঁধন খোলো।

হাসি ফুটে শিশুর মুখে, আনন্দে মন ভরে,
শুভ্র চাঁদ বলে যেনো, সুখ ছড়াও ঘরে।

তারা গুলো নাচে সেথায়, খুশির রঙে মেশে,
ঈদের সুর বাজে বুকে, আনন্দ নাচন শেষে।
সুগন্ধি ফুলে ভরে যায়, উঠোন, ঘরের কোণ,
প্রেমের ছোঁয়ায় নরম হয়ে জোছনা, হাসে প্রতিক্ষণ।

নতুন কাপড়, মিষ্টির থালা, সবার মনে খুশি,
কোলাকুলির উষ্ণ ছোঁয়ায়, মুখে নিয়ে হাসি।
সকালের ঐ নামাজ শেষে, হাত তোলে যে মন,
প্রভুর কাছে চাওয়া শুধু, শান্তি এক ভূবন।

দরিদ্ররাও হাসুক এবার, থাক না দুঃখছায়া,
সবার মাঝে ভাগাভাগি, ভালোবাসার মায়া।
সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফিরি, মন যে আলোয় ভরে,
ঈদের চাঁদ মিটিমিটি হাসে, শান্তি ছড়ায় ঘরে।

বসন্তের এক রাত

বসন্তের এক রাত ছিল, চাঁদের মায়ায় ভরা,
তুমি ছিলে পাশে আমার, স্বপ্ন যেন ধরা।
কোকিল গায় মিষ্টি সুরে, বাতাস বহে ধীরে,
তোমার চুলের গন্ধ মেশে, রজনীগন্ধা ঘিরে।

তাল গাছেরা দোলে তখন, হাওয়ার মৃদু ছোঁয়ায়,
তোমার হাসির রোশনাইয়ে, রাতটা সোনায় মোড়ায়।
শিউলি ফুলের গন্ধ মেশে, তোমার নরম হাতে,
আলতো ছুঁয়ে বললে তুমি, "থাকো আমার সাথে।"

তারার ঝিকিমিকি চোখে, নীলে আঁকে সুর,
তোমার কণ্ঠে হারিয়ে গেলাম, যেন বহু দূর।

স্রোতের ধ্বনি নদীর কূলে, বাজে মনের গান,
তোমার কাছে পেয়ে মনে, কাটল সব অবসান।
রাত পেরিয়ে ভোর আসবে, স্মৃতি রবে জেগে,
বসন্ত রাত, তোমার ছোঁয়া, মন রবে সে বেগে।

ক্ষণিকের ভালোবাসা

ক্ষণিকের ভালোবাসা, স্বপ্নের মতো,
আসে নির্ভার, চলে যায় ক্ষণকাল শত।

নদীর ঢেউয়ে যেমন চাঁদের ছোঁয়া,
থাকে না ধরে, হারায় সে কোথা?
কথার ফুলঝুরি, আদরের সুর,
একদিন ফুরোয়, হয় নিঃসুর।

আলোছায়ার খেলায় মিশে যে মন,
শেষে রয়ে যায় শূন্যতা যেমন।
দুচোখে থাকিবে যে রঙিন ছবি,
বিলীন হবে সব, রইবে শুধু তাহার প্রতিচ্ছবি।

মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে যায় হাওয়ায়,
অশ্রু ফোটায় কষ্টের ছাওয়ায়।

ক্ষণিকেই এল, ক্ষণিকেই গেল,
ভালোবাসা শুধু স্মৃতিতেই রয়ে গেল।

যুদ্ধ

রক্তে ভেজা মাটি কাঁদে, যুদ্ধ এল দ্বারে,
চোখের জলে ভাসছে ঘর, হাহাকার যে চারে।

তলোয়ার আর বন্দুক হাতে সৈনিক ছুটে যায়,
জীবন-মৃত্যুর সীমানাতে রক্তধারা বইয়ে যায়।
মায়ের কোল ফাঁকা পড়ে, সন্তানেরা মাঠে মরে,
প্রেমিকের চিঠি পড়ে, হৃদয়টা হাহাকারে।

বাতাসে ভাসে কান্নার সুর, শিশুর তীব্র চিৎকার,
তবুও মানুষ অস্ত্র ধরে, বয়ে চলে সংহার।

নদীর জলও লাল হয়, যুদ্ধেতে সব হারায়,
স্বপ্নগুলো ছাইয়ে মেশে, শূন্য মনে আগুন জ্বালায়।

কোথায় শান্তি? কোথায় সুখ? খুঁজে পায় না কেউ,
মানুষ শুধু যুদ্ধ বোঝে, বোঝেনা প্রেমের ঢেউ।
বিধবার চোখ ছলছল করে, পিতার মুখে দীর্ঘশ্বাস,
নিঃস্ব গ্রামটা পুড়ে গেলে, কে দেবে তার আশ্বাস?

শিশুর হাতে খেলনা নেই, আছে শুধু ক্ষত,
সন্ধ্যা হলে আলো নিভে, নামে আগুন শত।
ক্ষুধার জ্বালা, তৃষ্ণার তাপ, কাঁদে ছোট্ট মুখ,
শান্তির বার্তা কোথায় গেলে? নেই যে তেমন সুখ।

পাখির বাসা ভেঙে গেছে, নদীও নীরব আজ,
ফসলের মাঠ পোড়া পড়ে, বাতাসে ধোঁয়ার সাজ।

সৈনিকেরা ফিরছে ঘরে, নেই কারো প্রাণের দিশা,
কারো হাতে পতাকা শুধু, কারো বুকে রক্ত লেখা।
কোন জননী চিৎকার করে, "ফিরে আয় আমার সন্তান,"
তবু সে যে ফিরবে না আর, পড়ে আছে নিথর প্রাণ।

বিচার কবে হবে, কবে শান্তি আসবে দ্বারে?
মানবতার স্বপ্নগুলো রইল ছাইয়ের মাঝে পড়ে।

তবুও মানুষ যুদ্ধ গড়ে, লোভ আর ক্ষমতার তরে,
তারা বোঝে না, ধ্বংস হলে ইতিহাসও মরে।

একদিন সূর্য হাসবে, শেষ হবে সব ব্যথা,
যুদ্ধ নামের বিভীষিকা মুছবে প্রেমের কথা।

তবে আজও বুলেট গর্জায়, ঝরে রক্তধারা,
মানুষ কেন বোঝে না, শান্তি সবচেয়ে সেরা ?

স্বপ্ন দেখি, আসবে সে দিন, ভালোবাসা উঠবে জেগে,
মানবতার আলোর ছাঁয়ায় থাকবে মানুষ যুদ্ধ না লেগে।

মায়াবি এক হাসি

মায়াবি এক হাসি তার, চাঁদের মতো জ্বলে,
আকাশ জুড়ে মেঘের সাথে খেলে মনোবলে।

সে হাসির ঐ ঝলকেতে, স্বপন মাখা সুর,
নদীর জলে ঢেউ তুলছে, অশরীরি নূর।

চোখের পাতায় রঙিন ছবি, আঁকা তারই ছোঁয়ায়,
শিউলি ফুলের গন্ধ মাখা, বিকেল বেলার হাওয়ায়।
ঝরাপাতার নৃত্য জুড়ে সে হাসিরই জাদু,
বসন্ত যেন ফিরে আসে, মনে জাগে সাধু।

চোখের তারায় লুকিয়ে থাকে নক্ষত্রেরই আলো,
তাকালে তার মুখের পানে, মন দুলে ভালো।
তৃষ্ণার মতো আকুল করে ঐ মায়াবি হাসি,
ভুলিয়ে দেয় দুঃখ-বেদনা, মন হয় উদাসী।

সাগর কাঁপে, আকাশ হাসে, পাখির গানে সুর,
তার হাসির ঐ মোহ ছড়ায়, হৃদয়-অন্তপুর।
বৃষ্টি আসে ঘ্রাণ মাখানো, সেই হাসির সাথে,
ক্লান্ত মনে শান্তি রেখে, মিশে যায় বাতাসে।

মায়ার বাঁধন, ছুঁয়ে থাকে সেই হাসির ছন্দ,
ভালোবাসার আলো গড়ে প্রেমের এক দ্বন্দ্ব।

হারিয়ে যাই, ঘুমিয়ে পড়ি, তার হাসির ডাকে,
চাঁদের সাথে খেলা করে, রূপকথার ফাঁকে।
মায়াবি সে হাসির ছোঁয়া, স্বপ্নেরই সেতু,
ভালোবাসার গল্পে লেখে, চিরদিনের ঋতু।

ব্যস্ত শহর

ধোঁয়াটে সকাল, কুয়াশা ঢাকা,
হাতড়ে চলে শহর ফাঁকা।
রাস্তায় ব্যস্ত চাকার ঘূর্ণি,
স্বপ্ন ভাঙে ভোরের সূর্ণি।

হর্নের সুর, কোলাহল ডাকে,
কেউ বা হাসে কোনো এক ফাঁকে।
ট্রাফিক জ্যাম, মুখে বিরক্তি,
তবুও এখানে ছুটছে ব্যক্তি।

কেউ খুঁজে রুটি, কেউ বা সোনা,
শহর জুড়ে স্বপ্ন বোনা।

গলির বাঁকে শিশুর কোলাহল,
কোথাও আবার ব্যথার জল।
বিল্ডিংগুলো আকাশ ছোঁবে,
নিচে মানুষ আশা বুনাবে।

রঙিন আলো, স্বপ্ন হাজার,
তবু জীবন বড়ই বাজার।
মেট্রো ছুটে, পথিক থামে,
অফিস চত্বর হরেক নামে।

চায়ের দোকান, গল্প ধোঁয়া,
সময় বয়ে স্মৃতির ছোঁয়া।
প্রেমও আছে ইটের মাঝে,
আলোর নিচে অন্ধকার বাজে।

সন্ধ্যা নামে, ক্লান্ত শহর,
নতুন জীবন, নতুন এক ঝড় ।
তবু শহর, কেমন আপন,
স্বপ্ন জুড়ে বাঁধে সেতু।
ব্যস্ততার মাঝেও কোথাও,
ভালোবাসার ধুমকেতু।

কবিতা শুধু শব্দ নয়, হৃদয়েরই গান,
ভালোবাসার পরশ মেখে বয়ে চলে প্রাণ।

কখনো সে অশ্রু ঝরায়, ব্যথার সুরে বাজে,
কখনো সে রঙিন হাসি, স্বপ্নে মেলে সাজে।

ভোরের শিশির ফোঁটায় কবিতারই ছোঁয়া,
মেঘের ছায়ায় লুকিয় থাকে তার কতো মায়া।
কখনো সে ঝড়ের মতো তাণ্ডব করে মন,
আবার কখনো আলোর পথে দেখায় সঠিক পথচলন।

কবিতায় প্রেম জাগে, কবিতায় অভিমান,
কখনো সে বিদ্রোহ গড়ে, কখনো করে শান্তি দান।
পাখির গানে মিশে থাকে তার কোমল ছন্দ,
নদীর স্রোতে বাজে যেন তালের আনন্দ।

কবিতা হলো শুদ্ধ প্রেম, কবিতা হলো ব্যথা,
কবিতা দিয়ে মানুষ খোঁজে জীবনেরই কথা।
স্মৃতির পাতায় আঁকা থাকে কাব্যের নীলছবি,
মন খারাপে মিশে থাকে তার সুরের আলোকরবি।

তাই তো কবিতা ছুঁয়ে যায় অন্তরেরই দ্বার,
অশ্রু আর হাসির মাঝে করে তার সংসার।
হৃদয়ে গাঁথা অক্ষরগুলি কবিতারই প্রাণ,
সেই তো রাখে স্মৃতির মাঝে রঙিন সব গান।

ঈশ্বরের বাণী

ঝড়-বৃষ্টি বাজে যখন, নামে আঁধার কাল,
ঈশ্বর বলেন, "ভয় কিসের? আমিই তোর ঢাল!"
অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে কাঁদে যত প্রাণ,
ঈশ্বর বলেন, "হাল ধরো, আলো হবে দান।"

পাপের জ্বালা, লোভের খেলা, দুঃখের গভীর ছায়া,
প্রভুর বাণী সত্য হলে, হারাবে সব মায়া।

প্রেম দিও, ক্ষমা করো, রাগ রেখো না মনে,
ঈশ্বরের সেই ভাষা বাজে, ভক্তের নয়নে।
মানবতা নষ্ট হলে, ডেকে নেবেন জিনি,
ন্যায়ের পথে হাঁটো সবে, রবেন সাথে তিনি।

ভোরের কিরণ, সন্ধ্যার মৃদু বাতাস করে গান,
ঈশ্বর দেন আশীর্বাদে শান্তি অপরিমান।
যে হৃদয়ে তাঁরই নাম, ভয় কিসের তার?
অবিচল যে সত্যরথে, পাবে মুক্তির দ্বার!

অপেক্ষা

চাঁদের আলো ঝরছে বুকে, রাতের আকাশ স্বপ্ন মাখে,
তোমার আসার পথের দিকে, চোখ যে আমার থমকে থাকে।

হাওয়া গায় প্রেমের সুর, মনটা চলে তোমার টানে,
তোমার ছোঁয়ার আশায় আমি, সময় গুনি ক্ষণে ক্ষণে।

তারার সাথে কথা বলি, জোনাকিদের ডাক পাঠাই,
তোমার ছোঁয়া পাবো কবে, এটুকুই শুধু জানতে চাই।

পাখিরা সব ঘরে ফেরে, বাতাস শুধু গান শোনায়,
তুমি আসবে সেই স্বপ্নে, হৃদয় আমার ছন্দ বানায়।

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা, বৃষ্টি ঝরে বুকের মাঝে,
তোমার আসার প্রতীক্ষাতে, ভালোবাসা রয় বুকের কাছে।

আয়না জুড়ে ছবি আঁকি, তোমার হাসির রঙ দিয়ে,
একদিন তুমি ফিরবে জানি, এই অপেক্ষার গান নিয়ে।

ক্লান্ত হৃদয়

ক্লান্ত হৃদয় চায় না কিছু,
হারালো আশা, হারালো সুখ।
নিভে গেছে স্বপ্নের আলো,
ভালোবাসা শূন্য হলো।

ঝড়ের মতো বয়ে চলে,
হৃদয় আমার ব্যথার তলে।
স্বপ্ন ভেঙে ধুলো হয়,
তবু কেন আশা রয়?

চাঁদের আলো ম্লান আজ,
গানেও বাজে শূন্য সুররাজ।
বাতাস কাঁদে, চাঁদও ডাকে,
তবু মন কি শান্ত থাকে?

শূন্য চোখে ব্যথার লেখা,
কোথায় গেলো সুখের দেখা?
একলা আমি, রাতও নীরব,
মনে আসে খেয়াল আজব।

মেঘের ডাকে বৃষ্টি নামে,
চোখের জলও গেছে থেমে।
চেনা মুখও অচেনা আজ,
সবই যেন ব্যথার সাজ।

চাই না কথা, চাই না কাছে,
একলা পথেই মন যে বাঁচে।

রোদন আসে, জলও ঝরে,
শুকনো পাতার মতো মরে।
দূর গগনে আঁধার ঘনায়,
চেনা পথও অচেনা রয়ে যায়।

নাই প্রয়োজন, নাইতো দাবি,
ভুলে গেছি আপন ছবি।
যদি ডাকে জীবন আবার,
বলে দেবো—'ফিরবো না আর'।

অশ্রু জলে লেখা নাম

অশ্রু জলে লিখি আমি, অদৃশ্য সেই নাম,
হৃদয় জুড়ে বাজে শুধু নীরব অভিমান।

চাঁদের আলো মেঘে ঢাকা, জানে সে গল্প,
হাজার রাত কেটেছে যে নিঃশব্দে, আলো শুধু অল্প।

হাওয়ার সাথে উড়ে যায় মনের আবেগ বহু দূরে,
তারই স্মৃতি আঁকি বুকে ব্যথার গভীর সুরে।

কেউ যে তাকে দেখতে পায় না, আমিই শুধু জানি,
চোখের জলে গাঁথা আছে ব্যথার বর্ণবাণী।

সময় গড়ায়, নামটি তবু থেকে যায় গোপন,
বুকের মাঝে রাত-দুপু।

তবুও লিখি, লিখে যাবো, যতদিন আছে প্রাণ,
অশ্রু জলে লেখা নাম, রবে অমর গান।

তুমি বুঝোনি

তুমি বুঝোনি আমার মনের সেই আশা,
তুমি বুঝোনি আমার লেখা সেই ভালোবাসা।

তোমার রূপ যেন চাঁদের মায়া,
স্বপ্নগুলোতে আঁকি রাতের আকাশের ছাঁয়া।

প্রতিটি রাত কবিতায় সাজাই,
তোমার নামেতে গান আমি গাই।
তুমি বুঝনি।

ভোরের হাওয়ায় বার্তা দিতাম,
"সুপ্রভাত প্রিয়!" ভালোবাসতাম।
তুমি বুঝনি।

তুমি বুঝোনি সে কথার মানে,
অভিমান রেখে গেলে মোর এই প্রাণে।

তোমার হাতটি ধরে চলতে চেয়েছিলাম,
ভালোবাসার গল্পে হারিয়ে গিয়েছিলাম।
তুমি বুঝনি।

তুমি বুঝোনি সে চোখের ভাষা,
তুমি বুঝোনি আমার হৃদয়ের ভালোবাসা।

হাজার স্বপ্ন মরে

হাজার স্বপ্ন মরে, নিভে যায় আলো,
বাধার কাঁটায় ঢেকে যায় পথ
হয়ে যায় সব কালো।
স্বপ্ন ছিল ডানা মেলে উড়বে,
সমাজ বলল— "নিয়ম বেঁধে রবে?"

চোখে ছিল রঙিন ছবির রথ,
বাবা বলল— "পড়, গড়ো ভবিষ্যৎ!"
মায়ের চোখে আশার ছায়া,
স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

হৃদয়ে বাজে সুরের বীণা,
বলার আগেই চাপ দিল সবাই।
চাইল গাইতে, হারাল স্বর,
কান্নার সুরে হল শেষ প্রহর।

হাজার স্বপ্ন রোজই মরে,
সমাজ, সংসার দায়ী কারে?
কেউ কি বুঝবে মনের ব্যথা?
স্বপ্ন ঝরে, পড়ে পথের ধুলা।

তবুও আশায় হৃদয় জাগে,
একদিন স্বপ্ন রঙিন লাগবে।
ভালোবাসা পাবে স্বপ্নবাজ,
ভাঙবে শিকল, হবে মুক্ত আজ।

খোলা দরজা

আমার দুয়ার খোলা আছে, এসো যদি চাও,
শূন্য ঘরেও তোমার জন্য আলো জ্বেলে রাখি, যদি তুমি এসে যাও।

হিমেল হাওয়া ছুঁয়ে বলে, তুমি আবারও আসবে নাকি?
হতাশ সুরে জবাব দিলাম, "দরজাটাতো খোলা,
সে যদি না আসে কি আর থাকে বাকি।"

চাঁদের আলো জানে সবই, রাত জাগি কত,
তোমার পায়ের শব্দ শুনতে, মনটা চায় কত।

ঝড়ের রাতে বাতাস যখন কাঁদে দরজায়,
আমার হৃদয় তোমার আশায় আজও দুলে যায়।

তুমি আসবে একদিন জানি, সেই আশায় থাকি,
বুকের মাঝে স্বপ্ন এঁকে পথের দিকে তাকি।

দরজাটা খোলা আজও, তুমি এসো ফিরে,
ভালোবাসার পরশ দিতে, হৃদয় সীমানাযর তীরে।

অনুভূতিহীন

আমি হেঁটে চলি একা পথে, নেই কোনো অভিমান,
আকাশ কাঁদে, বাতাস বোঝে, আমি তবু নির্জীব প্রাণ।

দুঃখ হাসে, সুখও চলে, ছুঁতে চায় না মন,
জীবন আসে, জীবন ফুরায়, তবু নেই স্পন্দন।

প্রেমের গল্প, স্বপ্ন বিভোর, সবই লাগে ফাঁকা,
জীবন যেন নির্বাক ছবি, রঙহীন এক আঁকা।

লোকে বলে—মন যে পাথর, ব্যথা কেন পাব?
আমি হেসে বলি তাদের, ব্যথার পথই হারাব।

পাহাড় ভাঙুক, নদী শুকাক, সূর্য হোক ধূসর,
আমার চোখে নেই প্রতিচ্ছবি, হৃদয় নিঃস্পন্দ ঘর।

অনুভূতি সব মরে গেছে, নেই কোনো আবেগ,
এই হৃদয়ে উঠবে না আর ভালোবাসার ঢেউ আরেক।

অনুরাগবিন্দু

মরিতে থাকে মন,
বাঁচিয়া থাকে প্রাণ।
হাঁসিয়া যায় মুখ,
কাঁদিয়া যায় জান।

কাঁদে নাতো চোখ,
হাঁসে নাতো প্রাণ।
হারায়ে গেছে কোথায়,
সেই সুখের গান।

ভুলে যায় সময়,
চলতে থাকে দূর পথ।
চোখের মনি যেন,
তারে খোঁজে প্রতিক্ষণ।

হারায়ে যাওয়া দিনে,
স্মৃতিকাতর মন।
রাতের অজানা এক আশায়,
হয়ে যায় ভোর।

তাহার হারানো স্মৃতিতে,
ভিজে গেছে প্রাণ।
কোথায় খুঁজিয়া পাইব,
সেই গোলাপের ঘ্রাণ।

অনুভুতির পাতায়

তোমার স্মৃতির রঙে ভিজে, লিখি আমি কবিতা,
প্রতিটি শব্দে বাজে যেন, হৃদয়ের ব্যথা গাথা।

রাত্রি জাগে স্বপ্ন চোখে, ছন্দ সাজাই তো্মার তরে,
তোমারই নামের মায়াবী সুর, বাজে আমার অন্তরে।

হাওয়ার সাথে কথা বলে, আমার লেখা পাতা,
তোমার ছোঁয়ার অপেক্ষাতে লিখি অশ্রু গাঁথা।

শব্দেরা সব মিশে গিয়ে, তোলে এক সুরেলা সুর,
তুমি কি জান? হৃদয় জুড়ে তুমি যে আমার কবিতার হূর।

আজও চাঁদ আমার দিক অশ্রু চোখে তাকায়,
তোমার নামটি আজও লেখা আমার অনুভূতির পাতায়।
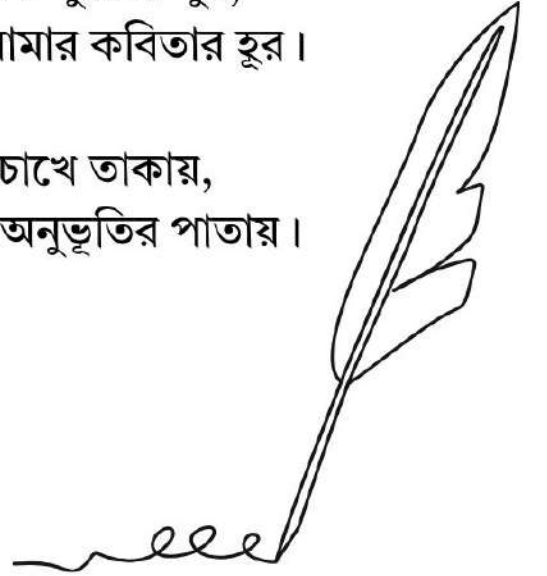
সমাপ্তি

এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছন্দ, প্রতিটি অনুভূতি আমার হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে উঠে এসেছে। জীবনের আনন্দ, বেদনা, প্রেম, বিচ্ছেদ, আশা আর হতাশার মাঝে যে অনুভূতিগুলো আমাদের ছুঁয়ে যায়, সেইসবই শব্দের বাঁধনে বেঁধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।
লেখার পথ সহজ নয়। যদি এই কবিতাগুলো আপনাকে একটুও ছুঁতে পারে, আপনার হৃদয়ে একটুখানি জায়গা করে নিতে পারে, তবেই আমার লেখা সার্থক। আমি কৃতজ্ঞ সকল পাঠকের প্রতি, যাঁরা ধৈর্য ধরে এই কাব্যগ্রন্থটি পড়েছেন, অনুভব করেছেন। আপনাদের ভালোবাসাই আমার আগামী দিনের পথচলার শক্তি।

মিহাদুল ইসলাম